38

তারিখ 21 DEC 1993
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

স্কুলে ভর্তি॥ সমস্যা ও ভাবনা

হোমায়রা খাতুন হুমা

ডিসেম্বর মাস এলেই চিন্তা আর ভাবনার দরজা খুলে গিয়ে ক্রমেই ভাবিয়ে তোলে অভিভাবকদের। বছরের শেষ মাস। অনেক দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ। শোকের মাস, আনন্দের -বিজয়ের মাস তেমনি টেনশনের মাস। যাদের ঘরে তিন-সাড়ে তিন বছরের বাচ্চা আছে এবং আধো আধো ভাঙা কথায় পরিবারের সবার হৃদয় জয় করে নেয় সেই শিশুদের নিয়েই শুরু হয় ভাবনা-টেনশন। আপনি চান বাচ্চাটি এখনই স্কুলে যাক অথচ ওদিকে দাদা অথবা দাদি চান আরও বয়স বাড়ুক। এই টানাপড়েনের মাঝেও আপনি নিশ্চিত যে, বাচ্চাটি এখনই স্কুলে যাবে। আর ঐ দিকে জিটিভি, বিটিভি, আর স্টার টিভি'র বদৌলতে যেভাবে শিশুটি বেড়ে উঠছে তার চেয়ে স্কুলের আঙিনায় বেড়ে ওঠাই নিরাপদ ভেবে সনাতনী চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বর্ষীয়ানও আপনার সাথে একমত হচ্ছেন। স্কুলে যাবার ব্যাপারে শিশুটিকে নিয়ে আপনি ও আপনারা যখন মানসিকভাবে প্রস্তুত তখন আপনাকে একটি চিন্তাই বেশি ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, যে কাঙ্ক্ষিত স্কুলে বাচ্চাটি ভর্তি হতে পারবে কি-না। কারণ ভর্তির ব্যাপারটাই একটি বিরাট ঝক্কি। ভর্তি সমস্যায় হিমশিম খাচ্ছে কমবেশি সব অভিভাবকই। এই ভর্তি সমস্যার পাশাপাশি আমরা বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে খেয়াল রাখতে ভুলেই যাই বা বলা যায় ভর্তির টেনশনে গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়ে দৃষ্টি দেয়াই হয় না। কিন্তু বাচ্চাটি স্কুলে দেবার আগে আপনাকে অবশ্যই কিছু বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে।

এ বছর ভাল স্কুলে ভর্তি করাতে পারলে আগামী দশটা বছর নিশ্চিন্ত, অভিভাবকদের এই ধারণায় ভাল স্কুলের দিকে ধাবিত হয় সকলেই। নির্দিষ্ট পছন্দের স্কুলটিতে ভর্তি করানোর সব পথ তাই তিনি অবলম্বন করেন। ঐ স্কুলের শিক্ষক দিয়ে বাচ্চাকে পড়ানো, ডোনেশন আর উপর মহলের তদ্বির- যদি কোন একটা কাজে লেগে যায়! সব দিকে সজাগ দৃষ্টি থাকলেও যেদিকে আমরা দৃষ্টি দেই না সেটাই হচ্ছে আসল উপজীব্য 'বাচ্চাটি বা সন্তানটি'। যে শিশু সন্তানটিকে নিয়ে আপনি উদ্‌গ্রীব, সেই বাচ্চাটির বয়স, জ্ঞান আহরণ ও তা ধারণের মেধা এবং সবচেয়ে বড় যে বিষয়টি তা হচ্ছে শিশুটির স্বাস্থ্য- এসব বিষয় না ভলিয়েই বাচ্চাটিকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে বছর বছর তার উপর রুটিন আর বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে আমরা তৃপ্তির ঢেকুর তুলি যে 'অমুক নামী স্কুলে আমার বাচ্চাটি পড়ে' অথচ ঐ বাচ্চাটির মানসিক অবস্থার দিকে কি কখনও আমাদের দৃষ্টি যায়? তার মানে এই নয় যে, বাচ্চাটি স্কুলে যাবে না; বাচ্চাটিকে স্কুলে পাঠাবেন অবশ্যই তবে খেয়াল রাখতে হবে আপনার বাচ্চাটির জন্য স্কুলের ক্লাস ও তার বয়সের যেন সামঞ্জস্য থাকে।

স্কুলে ভর্তি করাবার আগে ভাবতে হবে কোন স্কুলে দেবেন। অনেক অভিভাবকের প্রথম পছন্দ হয় কিন্ডারগার্টেন স্কুল। 'প্লে গ্রুপ থেকে স্ট্যান্ডার্ড ফাইভ'-ইংলিশ মিডিয়াম; বিজ্ঞাপনের আকর্ষণে গভীরতা ও মর্যাদা বিচার না করেই 'বাচ্চাটি স্কুলে যায়'-এ তৃপ্তি পাওয়ার জন্যই অনেকে প্লে গ্রুপের ছোট শিশুটিকে স্কুলে পাঠিয়ে দেন। দেখা যায় নাম প্লে গ্রুপ হলেও সেই সব স্কুলে নেই প্লে গ্রাউন্ড, নেই প্লে সরঞ্জাম। অথচ আছে বাংলা, ইংরেজীসহ অনেক বইয়ের লিস্ট; হোমওয়ার্ক, ক্লাস ওয়ার্ক সমেত হাফ ডজন খাতা। প্রতিদিন ভোরে ভারী ব্যাগটি পিঠে টেনে নিয়ে বাচ্চাটি স্কুলে যায়। আর বাচ্চাটির নিরাপত্তার জন্য অভিভাবকদের দেখা যায় স্কুলের প্রাঙ্গণে মাদুর বিছিয়ে খোশগল্পে মশগুল হতে। এদিকে আদৌ বাচ্চাটি ইংলিশ মিডিয়ামের ইংরেজী রপ্ত করতে পারছে কি-না তা দেখাশোনার ভারও পড়ে প্রাইভেট টিউটর হিসাবে ঐ স্কুলেরই টিচারের

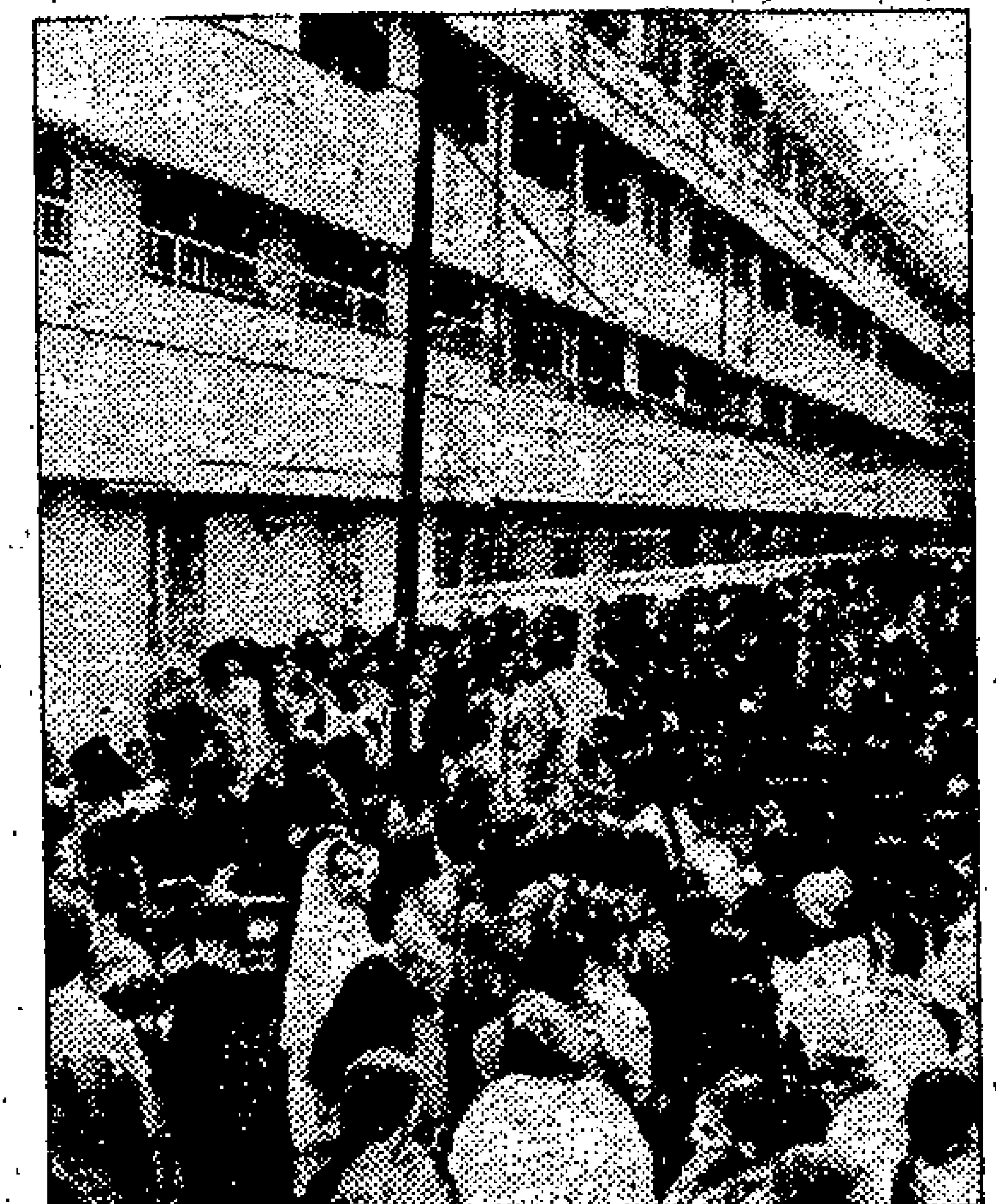

উপর। তাই স্বাভাবিকভাবেই ফাঁক পড়ে যায় হোমওয়ার্ক, ক্লাস ওয়ার্ক এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য দিক। এই সব ফাঁকফোকর পেরিয়ে কিন্ডারগার্টেনের গেট পেরুতে না পেরুতে বাচ্চাটিকে নিয়ে আবারও সমস্যায় পড়তে হয় বড় স্কুলে দেবার জন্য। তাহলে দেখা যায়, সমস্যা সমস্যাই থেকে যায় মানে বাচ্চার বয়স পেরিয়ে দাঁড়ায় পাঁচ কি ছয়ে।

এখানে উল্লেখ্য, এই পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চাটিকে আপনি আপনার আশানুরূপ বিদ্যালয়ে দিতে এখন পারবেন না। কারণ 'ভাল' শিপ নেয়া ঐসব স্কুলে ভর্তির অনেক নিয়মাবলীর মধ্যে বয়সটাও একটি ব্যাপার। তখন আপনি ঐ ভাল স্কুলে দেবার স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাচ্চাটির বয়স কাটে কাগজে এবং ভর্তি করেন সেই ক্লাসে যে ক্লাসটি ঐ বাচ্চাটি এক বছর আগেই অতিক্রম করে এসেছে। মাঝে বাচ্চাটি হারায় তার কাঙ্ক্ষিত

যারা সুযোগ পায় তাদের কথা নয়, যারা পায় না তাদের মানসিক অবস্থা চিন্তা না করে অনেকেই বলে থাকেন 'এবারও পারনি'? ক্রমেই ঐ শিশুটির মনে হীনমন্যতার বীজ বেড়ে উঠে তাকে কোথায় নিয়ে যায় আমরা অভিভাবকরা তা চিন্তা করি না। যুগের সাথে তাল মেলাতে বাচ্চাটিকে নিয়ে আমরা যে ঘোড় দৌড়ে যাচ্ছি তার প্রতিক্রিয়ায় হয়তো বাচ্চাটির এনার্জি নষ্ট হয়ে যায়।

ক্লাসটি এবং তার বয়সটি- এভাবেই ফাঁকিজুকির খেলা শুরু হয় বাচ্চাটির সাথে শৈশব থেকেই।

অনেক অভিভাবক আবার শিশুটিকে কিন্ডারগার্টেনে ভর্তি করানোর পরও প্রতিবছরই বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষার মুখোমুখি করেন। এক স্কুলের পরীক্ষা শেষ না হতেই বা শেষ হয়ে গেলেও সারা বছরের অবসাদ দূর করার সুযোগ না পেয়ে দিনরাত প্রাইভেট টিউটরের সামনে বসে তাকে পড়তে হচ্ছে। 'গত বছর মিস গেছে এ বছর ভর্তির সুযোগ পেতেই হবে'- অজান্তেই রক্তের গভীরে প্রতিযোগিতায় কণিকা দানা বাঁধে।

অতঃপর ভর্তি পরীক্ষা এবং তারপর ফলাফল। যারা সুযোগ পায় তাদের কথা নয়, যারা পায় না তাদের মানসিক অবস্থা চিন্তা না করে অনেকেই বলে থাকেন 'এবারও পারনি?' ক্রমেই ঐ শিশুর মনে হীনমন্যতার বীজ বেড়ে উঠে তাকে কোথায় নিয়ে যায় আমরা অভিভাবকরা তা চিন্তা করি না। যুগের সাথে তাল মেলাতে বাচ্চাটিকে নিয়ে আমরা যে ঘোড় দৌড়ে যাচ্ছি তার প্রতিক্রিয়ায় হয়তো বাচ্চাটির এনার্জি নষ্ট হয়ে যায়। আর ক্রমে যদি এমন হতে থাকে অবস্থা তবে আপনি কি আপনার অভীষ্ট লক্ষ্যে সন্তানটিকে পৌঁছাতে সক্ষম হবেন?

তবু বাচ্চাদের নিয়ে স্কুলের প্রাঙ্গণে দাঁড়াতেই হয়, এটাই স্বাভাবিক। আপনি যদি বাচ্চাকে ওয়ান অথবা টু-তে ভর্তি করতে চান তবে তাকে আগে থেকেই কোচিং ক্লাস করতে হবে।

এই ছোট বাচ্চা তারও আবার কোচিং?

হ্যাঁ, কারণ ভাল স্কুলগুলো তাদের সুনাম ধরে রাখার জন্য স্বাভাবিকভাবেই ভাল ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র-ছাত্রী আশা করে। তাই তাদের প্রশ্নে সাধারণ জ্ঞান প্রশ্নের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে প্রশ্নটি অসাধারণ রকম জটিল হয়ে দাঁড়ায়, স্বভাবতই তখন ঐ নির্ধারিত ক্লাসের জন্য প্রশ্নের মান আরও উপরের হয় আর ঐ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য ভর্তি গাইডের শরণাপন্ন হতে হয়। তাই আশ্চর্যের সাথে লক্ষ্য করা যায় বইয়ের দোকানগুলোতে ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি গাইডের পাশেই ক্লাস ওয়ান-টু'র ভর্তি গাইড। সেগুলোর চাহিদাও অনেক। এভাবে প্রতিযোগিতার লাগামহীন অশ্বারোহীর অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেদিকে এখন দৃষ্টি দেয়া দরকার।

এসব প্রস্তুতির পর আপনি যখন বাচ্চাটিকে স্কুলে দেবার জন্য ভাবলেন, ডিসেম্বরে স্কুলে গেলেই হবে। কিন্তু গিয়ে শুনবেন 'ফরম' দেয়া শেষ। কারণ প্রতিটি স্কুলেই ফরম দেয়া এবং নাম রেজিষ্ট্রি করার সময় অক্টোবর বা নবেম্বর। আপনার বাচ্চাটির স্কুল ভর্তির জন্য তাই আপনার টেনশনকে টেনে আগের মাসেই নিয়ে আসতে হবে এবং কোচিং, গাইড বই, দিনরাত পড়াশুনার পর বাচ্চাটির ভর্তি পরীক্ষা আর তারপর টেনশনের হাত থেকে নিস্তার বা টেনশনের ধারাবাহিকতা; এভাবেই সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে অভিভাবকদের দিনাতিপাত।

তবুও বলবো আপনার সন্তানটির জীবনে দীপশিখা জ্বালানোর উপযুক্ত সময় শৈশবকাল; 'শিশুরা বইয়ের চেয়ে পরিবেশ থেকে বেশি শিক্ষা নেয়'- তাই পরিবেশ, 'সামাজিকীকরণের প্রধান ধারক স্কুল প্রাঙ্গণের পাশাপাশি শিশুটির স্বাস্থ্য ও মেধা যাতে তার ক্লাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে পারলে শিশুটি পত্রপল্লবের মতো শাখা-প্রশাখায় বিস্তার ঘটাবে মেধার; সমন্বয় ঘটাবে জীবন ও শিক্ষার। নইলে মেধার সমন্বয় তো দূরে থাক এক ভয়াবহ পরিণতি যে ঘটবে না তার নিশ্চয়তা নেই। তাই আপনার সন্তানটিকে স্কুলে দেবার আগে এই সব দিকে দৃষ্টি দেবার এখনই উৎকৃষ্ট সময়।